ডিমপোনার চাষ

ডিমপোনা ছাড়ার ভালো সময়ঃ

বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ় ও শ্রাবণের ১৫ তারিখ পর্যন্ত। গঙ্গার ডিমপোনা ভাদ্র মাস পর্যন্ত ছাড়া যায়।

ডিমপোনা চাষের লাভ বা উপকারিতাঃ

ডিমপোনা চাষ করলে ২০ থেকে ৩০ দিনের পর থেকে মাছের বাচ্চা গুলিকে বিক্রি করা যায়। রোগ হয়না বললেই চলে। ইচ্ছামত নিজের খাল বিলে ছাড়া যায়। মাছ ছাড়ার খরচ ও অনেক কম হয়।

পুকুর তৈরীঃ

বিঘা প্রতি গোবর ১২০০ কেজি, ফসফেট ৪৮ কেজি, চুন ৩৬ কেজি এবং সর্ষের খোল বা মহুয়ার খোল চাষির সাধ্যমত দিলে হবে না দিলেও ক্ষতি নেই। পুকুর তৈরির সময় যে কোনো খোল ব্যবহার করলে জলে জুপ্লাংটন ও ফাইটোপ্লাংটন ভালো জন্মায়। প্রথমে পুকুর তৈরি করতে হবে, একইদিনে সবকিছু পুকুরে দিতে হবে। প্রথমে পুকুরে জলের পরিমান হবে দেড় ফুট থেকে দুই ফুটের মধ্য। ৮ দিন পর থেকে পুকুরে হোড়া টানতে হবে দিনে ১ বার করে ১৩ দিন পর্যন্ত।

হোড়া টানাঃ

৩ ফুট সাইজের ডালপালা সহ ১৫ থেকে ২০ টি কঞ্চির টুকরো সহ ৩ টি আস্ত ইট এক সঙ্গে করে একটা বোঝা তৈরি করা হয়। ঐ বোঝার দুই মাথায় লম্বা ২ টি দড়ি বাধা হয়। চাষের জমিতে যেমন মই দেওয়া হয় তেমন ভাবে পুকুরে হোড়া টানা হয়। এর ফলে পুকুরে দেওয়া সব কিছু উপাদান সমান ভাবে মিশ্রিত হয় এবং পুকুরে দেওয়া সমস্ত জায়গায় জুপ্লাংটন ও ফাইটোপ্লাংটন সমান ভাবে জন্মায়। পুকুরে তলদেশে সমস্ত দূষিত গ্যাস কম হয়।

সর্ষের খোল বা মহুয়া খোলের উপকারিতাঃ

পুকুর তৈরির সময় খোল দিলে আদিতে বিষ সারে পরিনত হয় এবং পুকুরে প্লাংটনের উৎস দীর্ঘদিন ধরে থাকে।

আলোক জালঃ

১ বিঘা জলাশয়ে ২৫ লি কেরোসিন ডিমপোনা ছাডার ৭২ ঘন্টা আগে দিতে হয়। এই পদ্ধতীতে খরচ অনেক বেশি। আলোক জালে খরচ অনেক কম। ৪ টি টিউব বা ২ ফুট সাইজের ৪ টি কলার ভেলা পুকুরের ৪ কোনায় ১ হাটু জলে ভাসাতে হবে। ভেলা যাতে ভেসে ধারে না আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে, ভেলার মাঝখানে ১০০ গ্রাম করে কেরোসিন দিতে হবে, কম পাওয়ারের আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক কম খরচে পুকুরের জলে পোকা মারা সম্ভব হবে। পুকুরে জমে থাকা ৯০% পোকা মারা পড়বে। ডিমপোনা ছাডার ৭২ ঘন্টা আগে থেকে ছাডার ৭ দিন পর্যন্ত এই কাজ করতে হবে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত।

ডিমপোনা ছাড়ার নিযমঃ

ডিমপোনা ছাড়ার আগের দিন পুকুরে জাম দিয়ে জলের হাস পোকা, চিংড়ি পোকা বা কোটাল পোকা মারতে হবে। যেদিন ডিমপোনা ছাড়তে হবে ঐ দিন সর্ষে বা বাদামের খোল ভিজিয়ে রাখতে হবে। খড়ের বড় পাকিয়ে পুকুরের জলের উপর সর টেনে এক সাইড করতে হবে। ডিমপোনার পাত্র বা প্লাস্টিকের বলগুলি পুকুরের জলে ভাসিয়ে দিতে হবে। ১০ থেকে ১৫ মিনিট বলের মুখগুলো বা পাত্রের মধ্য অল্প করে পুকুরের জল দিতে হবে। এক হাটু জলের গভিরতায় ডিমপোনা ছাড়তে হবে এবং এটি ছাড়ার আগে পুকুরের পাড় ও জলাশয়কে আগাছা মুক্ত করতে হবে।

ডিমপোনা ছাড়ার পর কী করবেন ?

- ডিমপোনা ছাড়ার পর খোল ভিজানো জলে গুলে পুকুরের চারিদিকে দিতে হবে।
- খোল দেওয়ার সময়ে জলের গভিরতা ১ হাটুর বেশি যেন না হয়।
- ডিমপোনা ছাড়ার ১৫ দিন পর্যন্ত ঐ পুকুরে বাসনমাজা, কাপড়কাচা, স্নান করা ও ওই পুকুরের জল দিয়ে অন্য কাজ করা যাবে না।
- ডিমপোনা ছাড়ার ১০ দিন, ২০ দিন, ২৮ দিন পর জাম দিতে হবে।

- ডিমপোনা ছাড়ার ৭ দিন পর্যন্ত আলোক জাল দিতে হবে।
- যেদিন ডিমপোনা ছাড়া হবে সেই দিন থেকে যতদিন ধানিমাছ বিক্রি শেষ না হবে, ততদিন পুকুরে খাদ্য দিতে হবে। জলের রঙের উপর নির্ভর করবে খাদ্য কম লাগবে না বেশি লাগবে।

ধানি মাছ বিক্রয়ঃ

ডিমপোনা ছাড়ার ২০ থেকে ৩০ দিনের পর থেকে ধানি মাছ বিক্রয়ের কাজ শুরু করতে পারেন। একই পুকুরে ৩ মাসের মধ্য দুইবার ডিমপোনার চাষ করা যায়। প্রথম বার ডিমপোনা ছাড়ার পর যদি আর ডিমপোনা চাষ না করেন তবে জাল দিয়ে সমস্ত ধানি মাছ বিক্রি করে ফেলতে হবে। মাঘ মাসে ওই পুকুর থেকে ততটা চালা মাছ পাওয়া যাবে যতটা পরিমান ধানি মাছ বিক্রি করেছেন।

উৎপাদনঃ

বৈশাখ থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত বিঘা প্রতি ধানিপোনা ২০০ কেজি এবং চালা পোনা ২০০ কেজি পেতে পারেন।

পরিচালনায় ঃ

জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

গ্রাম ঃ- জয়গোপালপুর, পোঃ- জে.এন.হাট

বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩ ৩১২

ফোন ঃ-

সহযোগিতায় ঃ

আই.জি.এফ ডেনমার্ক

এস.ইউ.জি ডেনমার্ক